এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ

প্রসপেক্টাস ২০২৪

ভূমিকা

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড এবং সার্বিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। শিক্ষার ফলে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে এবং তার কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা মানুষের চারিত্রিক ও মানসিক গুণাবলির উন্নয়ন ঘটায়। এর ফলে একজন শিক্ষিত মানুষ ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ এবং সত্য- মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সহজেই সমর্থ হয়। শিক্ষা মানুষকে কর্তব্যপরায়ণ, শিষ্টাচার, সহনশীলতা ইত্যাদি গুণাবলিতে ভূষিত করে। এ অবস্থার মাধ্যমেই কোন দেশের জনগণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা যায় এবং সাংগঠনিক ও নেতৃত্ব দানের গুণাবলি সঞ্চার করা যায়। শিক্ষা বলতে আমরা প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে বুঝি। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা ও জীবন সমার্থক। মানুষ তার জীবনের প্রতি মুহূর্তে নতুন যত অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাই শিক্ষা। শিক্ষা এক যুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভাণ্ডার অন্য যুগে বহন করে নিয়ে যায়। যুগের বা কালের পরিবর্তন এবং সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে শিক্ষার পরিসর ও উন্নয়ন ঘটেছে। শিখন চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর তাগিদ অনুভূত হচ্ছে। আধুনিক বিশ্বের সাথে সঙ্গতি রেখে বাস্তবতার নিরিখে যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারি এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা এর যাত্রা শুরু হয়েছে। শিক্ষার্থীদেরকে দেশের চৌকস সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানে শরীরচর্চা, খেলাধুলা, বিতর্কক্লাব, বিজ্ঞান ক্লাব, আবৃত্তি, চিত্রাংকন, সংগীতানুষ্ঠান, গণিত অলিম্পিয়াড, কুইজ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে। আশাকরি এসকেএস ফাউণ্ডেশন কর্তৃপক্ষের সুযোগ্য পরিচালনায়, শিক্ষকমণ্ডলীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় অভিভাবকমণ্ডলীর সহযোগিতায় সম্পূর্ণ রাজনীতি মুক্ত পরিবেশে, নিয়মানুবর্তিতার যথাযথ প্রয়োগে এবং শিক্ষার্থীদের কঠোর অধ্যবসায়ের ফলে প্রতিষ্ঠানটি উত্তর জনপদের একটি অন্যতম শীর্ষ শিক্ষায়তন হিসাবে পরিচিতি লাভ করবে।

সভাপতির বাণী

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা আলোকিত দেশ ও জাতি গঠনের প্রধান শর্ত। দেশ মাতৃকার উন্নয়নের অগ্রযাত্রা গতিশীল করার লক্ষ্যে চলমান বিশ্বের চাহিদার প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রতিজ্ঞা-প্রত্যয়ে বাংলাদেশের অনগ্রসর জেলা গাইবান্ধায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এসকেএস ফাউণ্ডেশন পরিচালিত এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ। আধুনিক শিক্ষার মান উন্নত করবার পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ প্রতিষ্ঠানটি। এরকম একটি মহতী উদ্যোগের সাথে নিজে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে সত্যি আমি কৃতজ্ঞ। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর বিকল্প নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজ সভ্যতার অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে সুশিক্ষিত, মার্জিত, সৎ ও কর্মক্ষেত্রে নিবেদিত প্রাণ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এবং শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর যথাযথ চর্চার মাধ্যমে অনুসন্ধিৎসু শিক্ষিত মনন গঠনের লক্ষ্যে এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা অঙ্গীকারবদ্ধ। তথ্য-প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের সোনার বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে। যার ধারাবাহিকতায় উত্তরের জনপদ গাইবান্ধা জেলাও থেমে নেই। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমকালীন প্রতিযোগিতার নিরিখে শিক্ষা প্রদানের জন্যে ২০১৮ সালের ০১ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে এ প্রতিষ্ঠানটি। শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় মূল্যবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, দেশের প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাশীল করে গড়ে তোলার পাশাপাশি সৃজনশীল চিন্তা, দক্ষ নেতৃত্ব এবং আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠতে সহায়তা করাই আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীদেরকে দেশের সম্পদ তথা চৌকস সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি সহ-শিক্ষা কার্যক্রমের সমন্বয়ে এক আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদানের জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পরিশেষে সবার সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

রাসেল আহম্মেদ লিটন
সভাপতি
এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা

অধ্যক্ষের বাণী

বিশ্বায়নের এ যুগে শিক্ষা মানুষের জীবনের এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী একটি দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সক্রিয় সম্পদ। শিক্ষা ছাড়া কোনো দেশ বা জাতির উন্নতি অসম্ভব। কাজেই শিক্ষার বিকাশ সাধন অতীব জরুরী। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষার সম্প্রসারণ অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে উত্তর জনপদের অনগ্রসর জেলা গাইবান্ধায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এসকেএস ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ। আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের দোর-গোড়ায় পৌঁছানোর মহতী লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ প্রতিষ্ঠানটি। ২০১৮ সাল থেকে প্লে হতে নবম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তির মাধ্যমে নবদিগন্তের সূচনা করেছে এ প্রতিষ্ঠান। এজন্য এক ঝাঁক শিশু ও তরুণের সঙ্গে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী এবং দক্ষ প্রশাসনের নেতৃত্বে বেগবান হবে প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রম-পাঠক্রম। একটি দেশ ও জাতি কেমন হবে তা নির্ভর করে সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। মানসম্মত আদর্শ-ভিত্তিক শিক্ষা একটি জাতিকে পৌঁছে দিতে পারে তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে। একুশ শতকের তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ এই বিশ্বায়নের বিশ্বে দক্ষ জনশক্তির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। কিন্তু সে অভাব পূরণে মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অপ্রতুল। যুগোপযোগী, বিজ্ঞাননিষ্ঠ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, দেশপ্রেম ও আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষা বাস্তবায়নের শর্তে এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা এর যাত্রা শুরু। আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও পরিচর্যায় এবং আপনাদের সর্বাঙ্গীন সহযোগিতায় আমরা এই প্রতিষ্ঠানটিকে এই এলাকার একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হব ইনশাআল্লাহ। প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অবস্থান, অবকাঠামো, পরিকল্পনা, পরিচালনা পদ্ধতিসহ প্রকাশিত হলো এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা এর "প্রসপেক্টাস-২০২৪"। পরিশেষে মহান আল্লাহ তায়ালা'র নিকট প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ সাফল্য ও উন্নতি কামনা করছি। আল্লাহ হাফেজ।

মো. আব্দুস সাত্তার
অধ্যক্ষ
এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১। দেশের সার্বিক কল্যাণে শিক্ষার্থীদের সুনাগরিকের গুণাবলী অর্জনে উদ্বুদ্ধ করা।
২। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার গৌরবময় চেতনা-মূল্যবোধ এবং স্বদেশপ্রেমে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা।
৩। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে পাঠে মনোযোগী করে তোলা।
৪। মূল্যবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, নৈতিকতা অনুশীলনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখানো।
৫। সততাকে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা।
৬। সিলেবাসভুক্ত পাঠদানের পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও জ্ঞানকে বিকশিত করা।
৭। সৃজনশীল চিন্তা, দক্ষ নেতৃত্ব এবং আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠতে সাহায্য করা।
৮। উন্নত সদাচারী মানুষ হয়ে পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রের সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা। এই লক্ষ্য সমূহ অর্জনে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।
৯। বিজ্ঞানাগার, আইসিটি ল্যাব, টিভি, ইন্টারনেট ও মাল্টিমিডিয়া তথা অত্যাধুনিক শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা।
১০। পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পাঠদান ছাড়াও বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থাসহ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা শিক্ষাদান।

বিশেষ সুবিধা

প্লে হতে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত
পরিবহন ফি
সম্পূর্ণ ফ্রি

এসকেএস ফাউন্ডেশন কর্তৃক আর্থিকভাবে অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিশেষ
বৃত্তি প্রদান।

এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজের সকল শিক্ষার্থী এবং তার মা-বাবা ও অবিবাহিত ভাইবোন (১৮ বছর পর্যন্ত) -এর জন্য এসকেএস হাসপাতালের নিজস্ব সেবায় ৪০% ছাড় এর ব্যবস্থা।

শ্রেণিবিন্যাস

প্লে থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ৩ টি করে শাখায় পাঠদান প্রক্রিয়া চলবে।
প্রতি শাখায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৫ জন।

শ্রেণি	শাখা		
প্লে	ডালিয়া	ড্যাফোডিল	দোলনচাঁপা
নার্সারি	ডালিয়া	ড্যাফোডিল	দোলনচাঁপা
প্রথম	ডালিয়া	ড্যাফোডিল	দোলনচাঁপা
দ্বিতীয়	ডালিয়া	ড্যাফোডিল	দোলনচাঁপা
তৃতীয়	ডালিয়া	ড্যাফোডিল	দোলনচাঁপা
চতুর্থ	ডালিয়া	ড্যাফোডিল	দোলনচাঁপা
পঞ্চম	ডালিয়া	ড্যাফোডিল	দোলনচাঁপা
ষষ্ঠ	ডালিয়া	ড্যাফোডিল	দোলনচাঁপা
সপ্তম	ডালিয়া	ড্যাফোডিল	দোলনচাঁপা
অষ্টম	ডালিয়া	ড্যাফোডিল	দোলনচাঁপা
নবম	ডালিয়া	ড্যাফোডিল	দোলনচাঁপা
দশম	ডালিয়া	ড্যাফোডিল	দোলনচাঁপা

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ৩ টি করে শাখায় পাঠদান প্রক্রিয়া চলবে।
প্রতি শাখায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬০ জন।

শ্রেণি	শাখা		
একাদশ (বিজ্ঞান)	ডালিয়া	ড্যাফোডিল	দোলনচাঁপা
একাদশ (মানবিক)	ডালিয়া	ড্যাফোডিল	দোলনচাঁপা
একাদশ (ব্য: শিক্ষা)	ডালিয়া	ড্যাফোডিল	দোলনচাঁপা
দ্বাদশ (বিজ্ঞান)	ডালিয়া	ড্যাফোডিল	দোলনচাঁপা
দ্বাদশ (মানবিক)	ডালিয়া	ড্যাফোডিল	দোলনচাঁপা
দ্বাদশ (ব্য: শিক্ষা)	ডালিয়া	ড্যাফোডিল	দোলনচাঁপা

ভর্তি ফরম বিতরণ ও জমা

প্লে থেকে নবম শ্রেণি

১ নভেম্বর, ২০২৩ হতে ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত।

শুক্রবার ব্যতীত প্রতিদিন সকাল ৯.০০ থেকে বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত।

ভর্তি প্রক্রিয়া

২০২৪ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন শ্রেণিতে নির্ধারিত সংখ্যক আসনে লটারি/সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা হবে।

ক) প্লে হতে নবম শ্রেণিতে লটারি ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।

খ) একাদশ শ্রেণিতে এসএসসির জিপিএ এর ভিত্তিতে বোর্ড নিয়ম অনুযায়ী ভতি করানো হবে।

ক্লাস শুরু

১ জানুয়ারি, ২০২৪।

শ্রেণি ভিত্তিক ভর্তির বয়স

প্লে	৪ (চার) বছর এবং তদুর্দ্ধ কিন্তু ৫ (পাঁচ) বছরের কম।
নার্সারি শ্রেণি	৫ (পাঁচ) বছর এবং তদুর্দ্ধ কিন্তু ৬ (ছয়) বছরের কম।
প্রথম শ্রেণি	৬ (ছয়) বছর এবং তদুর্দ্ধ কিন্তু ৭ (সাত) বছরের কম।
দ্বিতীয় শ্রেণি	৭ (সাত) বছর এবং তদুর্দ্ধ কিন্তু ৮ (আট) বছরের কম।
তৃতীয় শ্রেণি	৮ (আট) বছর এবং তদুর্দ্ধ কিন্তু ৯ (নয়) বছরের কম।
চতুর্থ শ্রেণি	৯ (নয়) বছর এবং তদুর্দ্ধ কিন্তু ১০ (দশ) বছরের কম।
পঞ্চম শ্রেণি	১০ (দশ) বছর এবং তদুর্দ্ধ কিন্তু ১১ (এগার) বছরের কম।
ষষ্ঠ শ্রেণি	১১ (এগার) বছর এবং তদুর্দ্ধ কিন্তু ১২ (বার) বছরের কম।
সপ্তম শ্রেণি	১২ (বার) বছর এবং তদুর্দ্ধ কিন্তু ১৩ (তের) বছরের কম।
অষ্টম শ্রেণি	১৩ (তের) বছর এবং তদুর্দ্ধ কিন্তু ১৪ (চৌদ্দ) বছরের কম।
নবম শ্রেণি	১৪ (চৌদ্দ) বছর এবং তদুর্দ্ধ কিন্তু ১৫ (পনের) বছরের কম।
একাদশ শ্রেণি	১৬ (ষোল) বছর এবং তদুর্দ্ধ কিন্তু ১৭ (সতের) বছরের কম।

স্কুল ও কলেজের ক্লাসের সময়সূচি

পিরিয়ড	১ম	২য়	৩য়	বিরতি	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ
সময়	০৯:০০-০৯:৪৫	০৯:৪৫-১০:৩০	১০:৩০-১১:১৫	১১:১৫-১১:৪৫	১১:৪৫-১২:৩০	১২:৩০-০১:১৫	০১:১৫-০২:০০

প্লে-দ্বাদশ শ্রেণির ভর্তির ক্ষেত্রে প্রদেয়

নতুন ভর্তির ক্ষেত্রে

শ্রেণি	বিবরণ	পরিমাণ
প্লে-দ্বাদশ	ভর্তি ফি	১০০০/-
	সেশন ফি	১০০০/-
	উন্নয়ন ফি	১০০০/-
	মোট	৩০০০/-

পুন: ভর্তির ক্ষেত্রে

শ্রেণি	বিবরণ	পরিমাণ
প্লে-দ্বাদশ	ভর্তি ফি	-
	সেশন ফি	১০০০/-
	উন্নয়ন ফি	১০০০/-
	মোট	২০০০/-

বার্ষিক এককালীন অন্যান্য ফি এর বিবরণ

নতুন ভর্তির ক্ষেত্রে		পুন: ভর্তির ক্ষেত্রে	
রক্ষণাবেক্ষণ	১০০০/-	বিদ্যুৎ বিল	২৫০/-
বিদ্যুৎ বিল	২৫০/-	খেলাধুলা	২৫০/-
খেলাধুলা	২৫০/-	ম্যাগাজিন	২৫০/-
ম্যাগাজিন	২৫০/-	বিজ্ঞানাগার	২৫০/-
বিজ্ঞানাগার	২৫০/-	মেডিকেল	২০০/-
মেডিকেল	২০০/-	লাইব্রেরি	২০০/-
লাইব্রেরি	২০০/-	ক্লাব	১০০/-
ক্লাব	১০০/-		
মোট	২৫০০/-	মোট	১৫০০/-

* ভর্তির একমাস পরে বার্ষিক এককালীন অন্যান্য ফি প্রদেয়

ছাত্র/ছাত্রীদের মাসিক বেতন এর বিবরণ ঃ

শ্রেণি	পরিমাণ
প্লে-নার্সারি	১০৫০/-
প্রথম-ষষ্ঠ	১৩৫০/-
সপ্তম-দ্বাদশ	১৪৫০/-

ছাত্র/ছাত্রীদের পরিবহন ফি এর বিবরণ ঃ

বিবরণ	পরিমাণ
১০ কি.মি.	১১০০/-
১১-১৪ কি.মি.	১৩০০/-
১৫+ কি.মি.	১৬০০/-

পরীক্ষার ফি

শ্রেণি	পরিমাণ
প্লে-নার্সারি	২০০/-
প্রথম-ষষ্ঠ	৩০০/-
সপ্তম-দ্বাদশ	৪০০/-

শ্রেণি অভীক্ষা ফি

শ্রেণি	পরিমাণ
প্লে-নার্সারি	৪০/-
প্রথম-ষষ্ঠ	৬০/-
সপ্তম-দ্বাদশ	৮০/-

পোশাক এর বিবরণ

গ্রীষ্মকালীন পোশাক (ছাত্র)

প্লে থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত

সাদা হাফ শার্ট, গ্রে কালার হাফ প্যান্ট, গ্রে কালার টাই, সিম্পল বকলেস সহ কালো বেল্ট এবং সাদা কেডস্ ও সাদা মোজা।

ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত

সাদা হাফ শার্ট, গ্রে কালার ফুল প্যান্ট, গ্রে কালার টাই, সিম্পল বকলেস সহ কালো বেল্ট এবং কালো জুতা ও কালো মোজা।

গ্রীষ্মকালীন পোশাক (ছাত্রী)

প্লে থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত

সাদা হাফ শার্ট, গ্রে কালার স্কার্ট, গ্রে কালার টাই, এবং সাদা কেডস্ ও সাদা মোজা।

ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত

সাদা সালোয়ার কামিজ, গ্রে কালার ওড়না, সাদা বেল্ট এবং কালো জুতা ও সাদা মোজা।

শীতকালীন পোশাক (ছাত্র)

প্লে থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত

সাদা ফুল শার্ট, গ্রে কালার ফুল প্যান্ট, গ্রে কালার টাই, গ্রে কালার সোয়েটার, সিম্পল বকলেস সহ কালো বেল্ট এবং সাদা কেডস্ ও সাদা মোজা।

ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত

সাদা ফুল শার্ট, গ্রে কালার ফুল প্যান্ট, গ্রে কালার টাই, গ্রে কালার সোয়েটার, সিম্পল বকলেস সহ কালো বেল্ট, কালো জুতা ও সাদা মোজা।

শীতকালীন পোশাক (ছাত্রী)

প্লে থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত

সাদা ফুল শার্ট, গ্রে কালার স্কার্ট, গ্রে কালার কার্ডিগান, সাদা টাইটস, সাদা কেডস্ ও সাদা মোজা।

ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত

সাদা সেলোয়ার কামিজ, সাদা বেল্ট গ্রে কালার ওড়না, গ্রে কালার কার্ডিগান, কালো জুতা ও সাদা মোজা।

ব্যাগ: সকল শ্রেণির জন্য গ্রে কালার

বি:দ্র: ছাত্র/ছাত্রীদের প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত পোশাক পরিধান পূর্বক প্রতিষ্ঠানে আসা বাধ্যতামূলক।

এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ

শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দের পরিচিতি

মো. আব্দুস সাত্তার
অধ্যক্ষ
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (প্রাণিবিজ্ঞান)
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. অনামিকা সাহা
উপাধ্যক্ষ
এমএসসি (ভূগোল) পিএইচডি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মো. গোলাম রসুল
প্রভাষক
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (গণিত), বিএড, এমএড
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মো. ফরহাদ হোসেন
প্রভাষক
বিএ (অনার্স), এমএ (বাংলা)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মো. পলাশ মিয়া
প্রভাষক
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (অর্থনীতি)
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মো. মিজানুর রহমান
প্রভাষক
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (রসায়ন)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মো. সামিউল হক সৈকত
প্রভাষক
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (সিএসই)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

মো. ছিদ্দিকুর রহমান
প্রভাষক
বিএসএস (অনার্স), এমএসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মোছা. আঞ্জুমান আরা আভা
প্রভাষক
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (ফিশারিজ টেকনোলজি)
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

মোছা. আকিমা হোসেন লিজা
প্রভাষক
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (ক্লিনিক্যাল সোস্যাল ওয়ার্ক)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ শিশির তালুকদার
প্রভাষক
বিএ (অনার্স), এমএ (ইংরেজি)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মো. মেফতাহুল বারী
প্রভাষক
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (গণিত)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

নারায়ন কুমার
প্রভাষক
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (পদার্থবিজ্ঞান)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মো. শাহাজাহান মিয়া
প্রভাষক
বিএ (অনার্স), এমএ (ইংরেজি)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কে এম রায়হানুল ইসলাম
প্রভাষক
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (রসায়ন)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মো. সাখাওয়াত হোসেন
সহকারী শিক্ষক
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (গণিত) বিএড
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মোছা. লুৎফুন নাহার
সহকারী শিক্ষক
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (গার্হস্থ্য অর্থনীতি)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মো. মতিউর রহমান
সহকারী শিক্ষক
এমটিআইএস (আল-কুরআন)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

পলাশ চন্দ্র মোদক
সহকারী শিক্ষক
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (উদ্ভিদ বিজ্ঞান)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

লায়লা সানজিদা পারভীন
সহকারী শিক্ষক
বিএ (অনার্স), এমএ (বাংলা)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মোছা. ক্যামিলিয়া ফেরদৌসী
সহকারী শিক্ষক
বিএ (অনার্স), এমএ (বাংলা)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মোছা. শারমীন আক্তার
সহকারী শিক্ষক
বিএসএস (অনার্স), এমএসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

রেনেসা করিম
সহকারী শিক্ষক
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (উদ্ভিদ বিজ্ঞান)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

দিলজাহান দিপ্তী
সহকারী শিক্ষক
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (প্রাণিবিদ্যা)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মহসিনা মাহবুবা
সহকারী শিক্ষক
বিএ (অনার্স), এমএ (ইতিহাস)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মিহির সরকার
সহকারী শিক্ষক
বিএফএ (ফাইন আর্ট)
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

রুম্মান আক্তার তন্বী
সহকারী শিক্ষক
বিএসএস (অনার্স), এমএসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মো. মাহামুদার রহমান
সহকারী শিক্ষক
বিপিএড, এমপিএড (শারীরিক শিক্ষা)
সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ,ঢাকা

মিনা রানী সাহা
সহকারী শিক্ষক
বিএবিএড
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মো. মোতাছিম বিল্লাহ্
সহকারী শিক্ষক
বিএ (অনার্স), এমএ (আরবি ভাষা ও সাহিত্য)
ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

মো. আবুল কালাম আজাদ
সহকারী শিক্ষক
বিএ (অনার্স), এমএ (আরবি ভাষা ও সাহিত্য)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

মোছা. শারমিন আখতার
সহকারী শিক্ষক
বিএ (অনার্স), এমএ (ইতিহাস), বিএড
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মো. আব্দুর রাজ্জাক সরকার
সহকারী শিক্ষক
বিএ (অনার্স), এমএ (ইংরেজি)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মো. আমিনুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক
বিএ (অনার্স, ইংরেজি), এমবিএ (মার্কেটিং)
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

দেবাশীষ রায়
সহকারী শিক্ষক
বিএ (অনার্স), এমএ (বাংলা)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার্থীদের সুবিধা সমূহ ঃ

১। **আধুনিক শিক্ষা উপকরণের ব্যবহারঃ** শিক্ষা আনন্দদায়ক না হলে ফলপ্রসু হয় না। প্লে থেকে পঞ্চম শ্রেণির কক্ষ সমূহ টিভি মনিটরের সাহায্যে আধুনিক শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষাকে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নিকট আনন্দদায়ক করে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়কে সহজবোধ্য করতে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পাঠদান করা হচ্ছে। নবম-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে পর্যাপ্ত ল্যাব ক্লাসের ব্যবস্থা।

২। **শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ ঃ** শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বন্ধুর মত। শিক্ষকমণ্ডলীর মোবাইল ফোন নম্বর ডায়েরিতে দেওয়া আছে। প্রতিষ্ঠান ছুটির পর সুবিধামত সময়ে ছাত্র/ছাত্রী ও সম্মনিত অভিভাবকবৃন্দ মোবাইলের মাধ্যমে তাদের সমস্যা জানাতে পারেন এবং সমাধান পেতে পারেন।

৩। **কম্পিউটার ল্যাবরেটরি ঃ** প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাবরেটরি আছে। ছাত্র/ছাত্রীরা বিষয়ভিত্তিক ক্লাস ছাড়াও এখানে কম্পিউটার চালানো শিখতে পারে। তাছাড়া ইন্টারনেট সেবা ব্যবহার করে নিজেদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

৪। **লাইব্রেরি ঃ** প্রতিষ্ঠানের রয়েছে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, লাইব্রেরিতে বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যবই, রেফারেন্স বই, একাধিক বিভিন্ন ধরনের পত্রিকা আছে।

৫। **বিশেষ ক্লাসঃ** প্রাথমিক বৃত্তি, এসএসসি ও এইচ এসসি পরীক্ষার্থী এবং দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে রয়েছে বিশেষ ক্লাস এর ব্যবস্থা।

৬। **চিকিৎসা সেবাঃ** শিক্ষার্থীদের জন্য এসকেএস হাসপাতালের নিজস্ব সেবাসমূহের ৪০ শতাংশ মূল্য ছাড়ে সু-চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সুযোগ (পিতা-মাতা ও অবিবাহিত ভাই-বোনসহ)।

৭। **ক্যান্টিনঃ** ছাত্র/ছাত্রীদের স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করার জন্য প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ক্যান্টিন আছে। খাবার সরবরাহ ছাড়াও ক্যান্টিন থেকে খাতা, কলম, পেন্সিলসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।

৮। **সহপাঠ্য ক্রমিক কার্যাবলীঃ** একাডেমিক ফলাফল যেমন কোন প্রতিষ্ঠানের মানকে সমৃদ্ধ করে। সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীও তেমনি প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করে। নিয়মিত বার্ষিক প্রকাশনা, দেয়াল পত্রিকা, বির্তক প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা ও শরীরচর্চার মাধ্যমে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও সৃজনশীলতার স্ফুরণ ঘটাতে সহায়তা করছে। এর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে।

৯। **ছাত্র/ছাত্রী কমন রুমঃ** অবসর সময়ে বিশ্রাম গ্রহণ, খেলাধুলা ও কুশল বিনিময়ের জন্য শিক্ষার্থীদের কমন রুম আছে।

১০। **নিরাপত্তাঃ** প্রতিষ্ঠানের চারদিকে সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রতিষ্ঠানের গেটে রয়েছে প্রশিক্ষিত গার্ড। তারা শিক্ষার্থী ও অভিভাবক/অতিথিমণ্ডলীর যাতায়াত মেটাল ডিটেক্টর এবং আর্চওয়ে দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহ সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের জন্য সিসি ক্যামেরা চালু রয়েছে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি অনুপস্থিতি অভিভাবকমণ্ডলীকে এসএমএস এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

১১। **অভিভাবক সমাবেশঃ** শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক এই তিনের সমন্বয়ে অর্জিত হয় কাঙ্খিত ফলাফল। তাই নিয়মিত অভিভাবক সমাবেশ আয়োজন করা হচ্ছে। অভিভাবক সমাবেশে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষকমণ্ডলী অভিভাবকবৃন্দের সাথে ছাত্র/ছাত্রীদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং প্রয়োজনে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন।

১২। **সাইকেল স্ট্যান্ডঃ** প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সাইকেল স্ট্যান্ড রয়েছে। এখানে শিক্ষার্থীরা তাদের সাইকেল নিরাপদে রেখে ক্লাস করতে পারে।

১৩। **একাডেমিক ক্যালেন্ডারঃ** প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব একটি একাডেমিক ক্যালেন্ডার আছে। একাডেমিক ক্যালেন্ডারে বিভিন্ন পরীক্ষার সময়সূচি, ফলাফল প্রকাশের তারিখ, বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও ছুটির তালিকা ইত্যাদি আছে।

১৪। **প্রতিষ্ঠানের ডায়েরিঃ** প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি ডায়েরি সরবরাহ করা হয়েছে। ডায়েরিতে ক্লাসের অগ্রগতি নোটিশ লিখে দেয়া হয়। ডায়েরিতে শিক্ষকমণ্ডলীর মোবাইল নম্বর উল্লেখ আছে।

১৫। **পরিবহন সুবিধাঃ** শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বাস সুবিধা আছে।

১৬। **গার্ডিয়ান শেডঃ** ক্যাম্পাসের ফটকের পাশে অভিভাবকমণ্ডলীর বসার জন্য একটি সুসজ্জিত গার্ডিয়ান শেড রয়েছে।

১৭। **শিক্ষার্থীদের সংখ্যাঃ** শ্রেণির প্রতি শাখায় সর্বোচ্চ ৪৫ জন শিক্ষার্থী পাঠদান করা হচ্ছে।

১৮। **পরীক্ষা গ্রহণঃ** নিয়মিত শ্রেণি পরীক্ষা, মডেল টেস্ট ও তিনটি সাময়িক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

১৯। **সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ততাঃ** শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে সম্পৃক্ত করণ।

২০। **রেডিওতে অংশগ্রহণঃ** শিক্ষার্থীদের রেডিও সারাবেলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

বিভিন্ন পরীক্ষার পাশ নম্বর

প্রতি বিষয়ে পাশ নম্বর ৩৩%। পরীক্ষার ফলাফল গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রদান করা হবে। গ্রেডিং নিম্নরুপ ঃ

প্লে শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি		
৮০-১০০%	A+	৫.০০
৭০-৭৯%	A	৪.০০
৬০-৬৯%	A-	৩.৫০
৫০-৫৯%	B	৩.০০
৪০-৪৯%	C	২.০০
৩৩-৩৯%	D	১.০০
০০-৩২%	F	০.০০

বি:দ্র: ৬ষ্ঠ হতে ৯ম শেণির মূল্যায়ন নতুন কারিকুলামের গাইডলাইন অনুযায়ী হবে।

গ) মূল্যায়ন পত্র মন্তব্য ঃ

৯০%-১০০%	অতি উত্তম
৭৫%-৮৯%	উত্তম
৬০%-৭৪%	ভাল
৫০%-৫৯%	সন্তোষজনক
৪৯% এর নীচে	অগ্রগতি প্রয়োজন

স্কুলের পরিবেশ

সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক জানানো যাচ্ছে, এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা শহরের কলেজ রোডের পাশে উত্তর হরিণ সিংহায় খোলামেলা স্বাস্থ্য সম্মত মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। শিক্ষাভবনে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করা হয়েছে-

১। আধুনিক স্বাস্থ্য সম্মত শ্রেণি কক্ষ।
২। উন্নত পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা।
৩। রাজনীতি ও ধুমপান মুক্ত পরিবেশ।
৪। স্বয়ংক্রিয় জেনারেটরের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা।
৫। ইন্টারকমের মাধ্যমে ক্লাসসমূহের সর্বত্র যোগাযোগ নিশ্চিতকরণ।
৬। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় তথ্য, বেতন, উপস্থিতি, অনুপস্থিতি, প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ নোটিশ এসএমএস এর সাহায্যে দ্রুততার সাথে অভিভাবকমণ্ডলীর নিকট প্রেরণ।
৭। শিক্ষার্থীদের সিলেবাস পাঠপরিকল্পনাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইটে প্রেরণ।
৮। শ্রেণির প্রতি শাখায় সর্বোচ্চ ৪৫ জন শিক্ষার্থীকে পাঠদান করা হচ্ছে।
৯। নিয়মিত শ্রেণি পরীক্ষা, মডেল টেস্ট ও তিনটি সাময়িক পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে।
১০। কোন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন একজন অভিজ্ঞ মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট।

প্রতিষ্ঠানের নিয়ম কানুন ও শৃঙ্খলা ঃ

১। সকল শিক্ষার্থীকে নিয়মিতভাবে এবং যথাসময়ে নির্ধারিত পোশাকে পরিচয় পত্রসহ প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হতে হয়। নির্ধারিত ড্রেসে এবং নির্ধারিত সময়ে হাজির না হলে প্রতিষ্ঠানের বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

২। বিনা অনুমতিতে কোন শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকলে প্রতিদিনের জন্য ২০/- (বিশ) টাকা হারে জরিমানা আদায় করা হয়।

৩। গভর্নিং বডির সম্মানিত সদস্য ও অভিভাবকবৃন্দ ছাড়া বহিরাগত কেউ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম চলাকালে ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না। তবে অভিভাবকবৃন্দ নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করবেন।

৪। শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানে মোবাইল ফোন আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রতিষ্ঠানে মোবাইল ফোন পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৫। ছাত্র/ছাত্রীদের বেতন প্রতি মাসের নির্ধারিত তারিখে পরিশোধ করতে হয়। অন্যথায় জরিমানা আদায় করা হয়।

৬। শিক্ষার্থীদের বিনা অনুমতিতে প্রতিষ্ঠান চত্বরের বাইরে যাওয়া সম্পূর্ণরুপে নিষিদ্ধ।

৭। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ।

৮। বিবাহিত কোন ছাত্র/ছাত্রী প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য অযোগ্য। অন্যথায় তাকে বাধ্যতামূলক ছাড়পত্র প্রদান করা হয়।

৯। কোন শিক্ষার্থীর ক্লাসে উপস্থিতি ৭৫% এর কম হলে তাকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় না।

১০। বাই-সাইকেল আরোহী শিক্ষার্থীবৃন্দকে প্রতিষ্ঠানের রেজিস্টারে নাম লেখানো সাপেক্ষে নির্দিষ্ট গ্যারেজ/স্ট্যান্ডে সাইকেল তালাবদ্ধ করে রাখতে হয়। অন্যথায় হারিয়ে গেলে/চুরি হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

ছাত্র/ছাত্রীদের করণীয় ও বর্জনীয়

এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা এসকেএস ফাউণ্ডেশন পরিচালিত দেশের উত্তরাঞ্চলের একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। উন্নত শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার অনুশীলন অপরিহার্য এবং তাদেরকে সকল প্রকার শৃঙ্খলা পরিপন্থি আচরণ থেকে বিরত থাকতে হবে। শিক্ষার্থীদের এ প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন কালে নিম্ন লিখিত অবশ্য করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য অবশ্য করণীয় বিষয় সমূহ ঃ

১। যথা সময়ে প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া এবং প্রাত্যহিক সমাবেশে অংশগ্রহণ করা।

২। যথাযথ ইউনিফর্ম পরিধান করে প্রতিষ্ঠানে আসতে হয় (নির্ধারিত জুতা, মোজা বেল্ট, ব্যাজ, নেমপ্লেট, আইডি কার্ড ইত্যাদিও ইউনিফর্ম এর অংশ) অবসর

৩। পিরিয়ড এবং টিফিন পিরিয়ডে যত্রতত্র বিশৃঙ্খলাভাবে বিচরণ না করে লাইব্রেরি কমন রুম ও ক্যান্টিনের সুযোগ গ্রহণ করা। ছুটির পর শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ আবাসস্থলে সরাসরি প্রত্যাবর্তন করা।

৪। শ্রেণিকক্ষে অবস্থানকালে লেখাপড়ায় মনোযোগি হওয়া। ক্লাসের কাজ ও বাড়ির কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে দেখানো।

৫। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম ও খেলাধুলায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করা।

৬। নির্ধারিত সকল ক্লাসে উপস্থিত থাকা ও সকল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা।

৭। ছুটি ভোগ করার পূর্বে আবেদনপত্রের মাধ্যমে অনুমোদন করে নিতে হবে। আকস্মিক অসুস্থতা/সংগত কারণে ছুটি ভোগ করলে উপস্থিতির দিন অভিভাবক কর্তৃক স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে।

৮। চুল, দাঁত, নখ বিশেষভাবে পরিষ্কার রাখা। নিয়মিত গোসল করা এবং শারীরিক দুর্গন্ধ এড়ানোর ব্যাপারে সতর্ক থাকা।

৯। ছাত্রদের চুল ছোট রাখা (চুল কানের পাতা স্পর্শ করবে না ও চিপ ছোট হবে) ছাত্রীরা চুল দুই বেনী/ঝুঁটি করবে।

১০। অবসর সময়ে লাইব্রেরিতে উপস্থিতি থাকা এবং লাইব্রেরি ওয়ার্ক ও পুস্তক লেনদেন করা।

১১। শ্রেণিকক্ষ ও ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সহায়তা করা।

১২। অভিভাবক সমাবেশে নিজ নিজ অভিভাবকের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

১৩। শ্রেণি শিক্ষক/বিষয় শিক্ষক ডায়েরিতে মন্তব্য লিখলে তা অশ্যই অভিভাবককে অবহিত করে পুনরায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/বিষয় শিক্ষককে দেখানো।

১৪। সিনিয়র/জুনিয়র শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রীরা ভাই বোনের মত আচরণ করবে এবং সর্বদা সত্য কথা বলবে।

১৫। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ আরোপিত যে কোন দায়িত্ব/আদেশ যথাযথভাবে পালন করা।

১৬। শিক্ষার্থী থাকাকালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়া। যদি কোন কারণে উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়, বিষয়টি জরুরী ভিত্তিতে অভিভাবক মারফত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।

১৭। ছোটকে স্নেহ করা, বড়কে সম্মান দেখানো, গুরুজনকে ভক্তি প্রদর্শন, সদা সত্য কথা বলা, অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করা, সৎ সঙ্গে মেলামেশা করাই একজন আদর্শ, চরিত্রবান শিক্ষার্থীর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

১৮। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত জাতীয় দিবস সমূহ উদযাপন, খেলাধুলা, সাহিত্য চর্চা, সাংস্কৃতিক চর্চা ইত্যাদি বিভিন্ন সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীতে স্বতঃস্ফূর্ত এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা।

শিক্ষার্থীদের জন্য অবশ্য বর্জনীয় বিষয় সমূহ ঃ

১। দেরিতে প্রতিষ্ঠানে আসা/ক্লাসে উপস্থিত হওয়া এবং প্রাত্যহিক সমাবেশে অংশগ্রহণ না করা।

২। প্রতিষ্ঠানে ইউনিফর্ম পরিধানে কোন অনিয়ম করা।

৩। ছেলেদের চুল বড় রাখা/মাথা ন্যাড়া করা।

৪। পূর্বানুমতি ছাড়াই ক্লাসে অনুপস্থিত থাকা এবং ছুটির পূর্বে বিনা অনুমতিতে প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করা।

৫। মেয়েদের চুল খোলা রাখা, চুল রং করা, পাম্প করা।

৬। কোন প্রকার অলংকার, ঝুলন্ত দুল, মাথায় আকর্ষণীয় ক্লিপ বা ব্যান্ড, নুপুর,আংটি গলায় স্বর্ণের চেইন ব্যবহার।

৭। বড় আকৃতির মিউজিক্যাল হাতঘড়ি ব্যবহার করা। চওড়া, বড় বকলেস যুক্ত বেল্ট ব্যবহার করা।

৮। নখ বড় রাখা, নেইল পলিশ ব্যবহার, হাতে মেহেদি দেয়া, লিপস্টিক ব্যবহার করা।

৯। মোবাইল ফোন, এমপি-থ্রি/এমপি-ফোর, ক্যাসেট সিডি, ক্যামেরা, রঙিন সানগ্লাস, অপাঠ্য বই, গাইড বই, ক্রিকেট বল, ব্যাট, টেনিস বল, ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট,খেলনা ইত্যাদি সঙ্গে রাখা/ব্যবহার করা।

১০। মোজা ছাড়া জুতা পরা, গেঞ্জি ছাড়া শার্ট পরিধান করা, মাথায় ক্যাপ পরা ইত্যাদি।

১১। ক্যান্টিন ব্যতীত বাইরের দোকান বা ফেরিওয়ালাদের নিকট টিফিন দ্রবাদি ক্রয় করা, শ্রেণি কক্ষে চুইংগাম চিবানো, খাবার মোড়ক, প্যাকেট ইত্যাদি যত্রতত্র ছড়িয়ে, ছিটিয়ে ফেলা।

১২। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করা। প্রতিষ্ঠানের সম্পদ নষ্ট করা। বইয়ের পাতা বা খাতার পাতায় অশালীন, অশোভন কিছু লিখে শ্রেণি কক্ষ বা যত্রতত্র ফেলা।

১৩। ক্যাম্পাসের বাইরে বা ভিতরে ধুমপান করা, মাদক দ্রব্য সেবন বা সঙ্গে রাখা।

১৪। প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা।

১৫। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষকা, কর্মকর্তা-কর্মচারীর সাথে অশোভন বা অশালীন আচরণ করা।

১৬। বোর্ড, দেয়াল, ওয়াশ রুম ইত্যাদিতে আপত্তিকর কিছু লেখা বা ছাপ মারা।

১৭। প্রতিষ্ঠান ছুটি না হওয়া পর্যন্ত ক্যাম্পাস ত্যাগ করা।

১৮। ছাত্র/ছাত্রীর মধ্যে অহেতুক কথাবার্তা, কোন প্রকার চিঠিপত্র বিনিময়, ক্লাস পালিয়ে গল্প-গুজব করা।

১৯। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ জারীকৃত যে কোন আদেশ নিষেধ অমান্য করা।

অভিভাবকের ভূমিকা

১। আপনি আপনার সন্তানের সর্বপ্রথম ও সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষক। আপনার পূর্ণসহযোগিতা পাওয়া গেলেই প্রতিষ্ঠান আপনাকে আপনার সন্তানের সার্বিক সফলতা ও উন্নতির নিশ্চয়তা দিবে।

২। শিক্ষকের কাছে ছাত্র/ছাত্রীরা শ্রেণিগতভাবে এক এবং ব্যক্তিগতভাবে স্বতন্ত্র। তাই প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা শিক্ষকের পক্ষে সময় সাপেক্ষ। অভিভাবক বা পিতা-মাতা আপন সন্তানের মন-মেজাজ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, প্রবণতা দক্ষতা ইত্যাদি সম্পর্কে যদি ভর্তির শুরুতেই শিক্ষকমণ্ডলীকে অবহিত করেন, তবে শিক্ষকরা সেভাবে সাহায্য/নির্দেশনা দিতে পারেন।

৩। বাসায় নিজ সন্তান নিয়মিত ও মনোযোগ সহকারে পড়ালেখা করছে কিনা তা যথাযভাবে তদারকি করা অভিভাবকের দায়িত্ব।

৪। স্কুলের বাইরে খেলার মাঠে বা অন্যত্র ছাত্ররা বন্ধু-বান্ধব বা অন্যের সাথে মেলামেশা করে। অভিভাবক অবশ্যই ছাত্রের চরিত্র গঠনের পরিপন্থি কোন সঙ্গীসাথীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে দেবেন না।

৫। সুযোগ সুবিধাসহ প্রয়োজন অনুসারে অভিভাবক বরাবরই ছাত্র/ছাত্রীর পড়াশুনা বা আচার-আচরণ সম্পর্কে শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন।

৬। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুনের প্রতি অভিভাবকবৃন্দ শ্রদ্ধাশীল থাকলে তা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করতে সহায়তা করবে।

৭। অভিভাবক নিজ আচরণে, কথাবার্তায় শিক্ষকের সঙ্গে সম্পর্ক সৌহার্দ্যমূলক হওয়া বাঞ্চনীয়।

৮। প্রতিষ্ঠানের পড়াশুনায় ছাত্রের কৃতিত্ব লাভ, সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপারে সব সময় অভিভাবক ছাত্র/ছাত্রীকে প্রেরণা ও উৎসাহ দিবেন।

৯। প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যে কোন বিষয়ে অভিভাবক নির্ধারিত দিনে সময়মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মতবিনিময় সভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন।

১০। সঠিক সময়ে বেতন ও অন্যান্য ফি পরিশোধ করবেন।

১১। ছাত্র/ছাত্রীর লেখাপড়া সংক্রান্ত ব্যাপারে শ্রেণি শিক্ষক, উপাধ্যক্ষ বা অধ্যক্ষের সঙ্গে অভিভাবকমণ্ডলী সাক্ষাৎ করবেন।

১২। অভিভাবকমণ্ডলী ছাত্র/ছাত্রীদের ডায়েরি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবেন এবং শিক্ষকদের মন্তব্য অনুযায়ী পাঠের অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৩। পরীক্ষার ফলাফল প্রোগ্রেস রিপোর্ট কার্ডের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। অভিভাবকমণ্ডলী উক্ত রিপোর্ট কার্ড পর্যবেক্ষণ করে স্বাক্ষর করে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে জমা দান নিশ্চিত করবেন।

SKS SCHOOL & COLLEGE
ESTD-2017

এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ

কলেজ রোড, উত্তর হরিণ সিংহা, গাইবান্ধা-৫৭০০
মোবাইল : ০১৭০১-৬৭২২২১ (কলেজ শাখা), ০১৭০১-৬৭২২৩৪ (স্কুল শাখা)
ই-মেইল: skssc.bd@gmail.com, ওয়েব: www.skssc.edu.bd